বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় মৎস প্রতিপালন বিজ্ঞান ও নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা – একটি নিজস্ব আন্তরিক প্রয়াস

সুব্রত ঘোষ

সুব্রত ঘোষ ২০০৩ সালে ফলিত জলজ প্রাণী প্রতিপালন বিষয়ে ভোপাল বরকতুল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎসবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এবং কেন্দ্রীয় মিঠাজল মৎস প্রতিপালন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। উৎকৃষ্টতম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর মৎসবিজ্ঞান বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক পদে কাজ করার পর ২০১৩ সালে রাজ্য মৎস দপ্তরে ফিসারী ফিল্ড অ্যাসিসট্যান্ট পদে নিযুক্ত হন, বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মৎস সম্প্রসারণ আধিকারিক পদে রয়েছেন।

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে গবেষনা প্রতিষ্ঠানে মৎসবিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি যেমন অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন অন্তর্দেশীয় মাছ (ভেটকি, বোয়াল, চিতল)-এর প্রনোদিত প্রজনন ও লার্ভাদশাগুলির প্রতিপালন পদ্ধতি- এর উপর এবং কিছু প্রগতিশীল ও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত মৎসচাষী তাদের ঐতিহ্যিক জ্ঞান ভান্ডার, কৌশল ও বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে কেমন পদ্ধতিতে পুকুরে উল্লিখিত ও অন্যান্য মাছ মৌরলা, সরপুঁটি, পারলে, শিঙ্গি প্রতিপালন করে বাজারজাত অবস্থায় উন্নীত করছেন, বিভিন্ন সময়ে লেখক ওঁনাদের সঙ্গে কথোপকথন করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেটিও বর্ণনা করে লেখক বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। গত আঠেরো বছর ধরে অন্তর্দেশীয় মৎস প্রতিপালনবিজ্ঞান, প্রগতিশীল মৎসচাষীর সহিত সাক্ষাৎকার, মাছের রোগ দূরীকরণে মৎসচাষীদ্বারা উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তি, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকরণে মাছ চাষ, মিথের জীববিজ্ঞানের উপর নতুন গবেষণায় ফসল, বিশিষ্ট প্রয়াত মৎস্যজীবীদের কথা, দেশীয় লুপ্তপ্রায় মাছেদের সংরক্ষণ, মাছের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগ নিয়ন্ত্রণের খুঁটিনাটি বিষয়, মাছ চাষে ঐতিহ্যিক প্রাযুক্তিক জ্ঞানভাণ্ডারের প্রয়োগ, ইলিশ মাছের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি চাষের কুপ্রভাব, পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট তিলাপিয়ার বীজ উৎপাদন ও প্রতিপালন–এমন বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানক অটুট রেখে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য লেখকের প্রবন্ধগুলি সবকয়টি প্রতিষ্ঠিত বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকায় কখনো না কখনো প্রকাশিত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একাধিক ব্লকে ব্লক স্তরে ও গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে মৎসচাষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করার সময় স্বরচিত উল্লেখযোগ্য ২-৩ টি প্রবন্ধের অনুলিপি নিজ প্রচেষ্টায় প্রায় প্রত্যেকবারই তৈরি করে নিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী মৎসচাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে লক্ষনীয়ভাবে প্রশিক্ষণার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়ি ফিরে নিজেরা পড়েছেন, প্রতিবেশী মৎসচাষীদের তা পড়তে দিয়েছেন, অনেকেই আবার সেগুলির অনুলিপি তৈরি করে রেখেছেন নিজের জন্য। দুইটি পুস্তিকা 'কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য আণবিক জীববিজ্ঞানী ও তাঁদের অবদান' এবং বিংশ শতাব্দীর নোবেলজয়ী মহিলা জীববিজ্ঞানীদের কথা', বেশ কয়েকজনের নোবেলজয়ী চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও আণবিক জীববিজ্ঞানী, কঠিন পরিস্থিতিতে ওঁনাদের বড় হয়ে ওঠা, গবেষণার কথা এবং সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ওঁনাদের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করেও বাংলাভাষায় আলাদা আলাদা ভাবে প্রবন্ধ রচনা করেছেন লেখক, যা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের এই প্রয়াস সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক জীববিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে এবং গ্রামবাংলায় মৎস প্রতিপালনের সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতা বৃদ্ধিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে, নতুনতর অনুপ্রাণিত মৎসচাষীদের অবলম্বন করতে উৎসাহিত করবে।